

নৌকা রেখে সবে ঘুমাইল বেহঁশেতে।
 ভাটা লেগে তরণী ডুবিল অর্ধরাতে।
 বাওয়ালীরা চারিজন নায় বাঁধে কাছি।
 চাঁচামেচি করে সবে কিসে মোরা বাঁচি।।
 ভোর রাত্রি চারিজন অন্য নায় উঠে।
 বাড়ী এসে বলে হরিপালের নিকটে।।
 দিন ভরি অনাহারে হরিপাল রয়।
 ‘বাবা হরিচাঁদ’ বলে কাঁদে সর্বদায়।।
 ‘হত্যে’ দিয়ে থাকে শুয়ে দেখিল স্বপন।
 স্বপ্নাদেশে কহে এসে সূর্যনারায়ণ।।
 ‘আর না কাঁদিস বাছা হ’য়ে অর্থলোভী।
 চলে যা নৌকার কাছ নৌকা গাছ পাৰি।।’
 সেই সব ভাগীদের সঙ্গেতে করিয়া।
 ডোবা নৌকা যথা তথা উতরিল গিয়া।।
 সেইখানে গাছ বাঁধা নৌকা বারখান।
 কেঁদে কহে হরিপাল বাওয়ালীর স্থান।।
 কাছি বাঁধা খুটিগাড়া নোঙ্গর যে ছিল।
 তাহা উম্বাটিয়া নৌকা মধ্যগাঙে গেল।।
 গদাই বাওয়ালী অন্য লোক ল’য়ে ব’সে।
 নৌকা উঠাইয়া নিবে করে পরামিশে।।
 হরিপাল বলে যে বাওয়ালীর ঠাঁই।
 ‘আমি মোর ডোবা নৌকা তুলে নিতে চাই।
 গদাই বলেছে নৌকা বাদায় ডুবিলে।
 কেন বেটা নৌকা পাইয়াছে কোন কালে।।
 কুস্তীর জলেতে লোনা কামট হাঙ্গর।
 এই স্থান হ’তে নৌকা কে উঠাবে তোরা।।’
 হরিপাল বলে ‘যদি তুলে দেও নৌকা।
 তুমি মোর ধর্মপিতা দিব কুড়ি টাকা।।’
 গদাই বলেছে ‘তুমি কেন পিতা কও।
 ইচ্ছা থাকে কুড়ি টাকা তুমি ল’য়ে যাও।।’
 তাহা শুনি হরিপাল নিরস্ত হইল।
 নিজের নৌকায় এসে রাত্রিতে রহিল।।

বাবা হরিচাঁদ ব’লে ঘন ছাড়ে হাই।
 শেষরাত্রে চাঁচাইয়া উঠিল গদাই।।
 হেনকালে শব্দ হয় নৌকা ঠেকাঠেকি।
 জলে শব্দ উঠে ঢেউ নৌকা ঠক্ঠকি।।
 গদাই বাওয়ালী বলে সবে শুনে নেও।
 উঠাও পালের নৌকা যদি ভালো চাও।।
 এ নৌকা না উঠাইলে কারো বাঁচা নাই।
 নতুবা সকল নৌকা ডুববে এ ঠাঁই।।
 ব্যাঘ্রে চড়ি উগ্র এক মানুষ আসিয়ে।
 প্রকান্ড শরীর তার কহে হুঙ্কারিয়ে।।
 শীঘ্র করি এই তরী প্রভাতে উঠাও।
 নৈলে ডুবাইব সব বাওয়ালীর নাও।।
 রাত্রি পোহাইলে সবে করে ডাকাডাকি।
 গদাই বাওয়ালী বলে ‘তোরা আয় দেখি।।
 জলে নক্র কে ডুবাৰে কে বাঁধিবে কাছি।
 হরিপাল বলে ‘আমি নিজে ডুবাতেছি।।
 ভাটার সময় ডুব দিল হরি বলে।
 এক ডুবে কাছি বাঁধি উঠিলেন কূলে।।
 হরিপাল বলে ‘কাছি উপরে থাকুক।
 ক্ষণেক বিলম্ব কর জোয়ার আসুক।।
 জোয়ার পুরিল বেলা দেড় প্রহরেতে।
 হরিপাল ধরে কাছি গদাইর সাথে।।
 বাবা হরিচাঁদ বলে উৎকণ্ঠিত প্রাণ।
 ছয় জনে কাছি ধরি দিল এক টান।।
 হাল দাঁড় বাঁধা গাছ নেঙ্গর সহিতে।
 জাগিয়া উঠিল নৌকা ছই ছাপ্পারেতে।।
 গদাই বাওয়ালী বলে ‘কিছুকাল রও।’
 ভাঁটা হ’লে আপনি জাগিবে এই নাও।।
 জল ফেলাইব সবে ভাঁটার সময়।
 ঠেলা পেলা দিয়া রাখিলেন পাছা নায়।
 পুনর্ববার জোয়ার হইল যে সময়।
 সোঁচা হ’য়ে পূর্ববৎ নৌকা ভেসে রয়।।